W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 97 /WBHRC/SMC/2017

Date: 07 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Pratidin' a Bengali daily dated 07.03.2017, captioned ' ভর্তি নিল না চার নার্সিংহোম, পিজিতে মৃত্যু আহত শিশুর'

The following nursing homes/hospitals are directed to file their response by 10th April, 2017 :

(1) Re-life Hospital

(2) Kamala Rai Hospital

(3) Nilima Martisadan

(4) Aurogya Niketan, Uttarpara

Superintendent of Police, Hooghly is directed to furnish a report by 10th April, 2017 enclosing thereto :

(a) statement of the victim's mother;

(b) copy of FIR, if any;

(c) copies of medical papers from the victims family.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 07.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

ভর্তি নিল না চার নার্সিংহোম, পিজিতে মৃত্যু আহত শিশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি: চার-চারটি বেসরকারি হাসপাতালের দরজায় ঘুরেও চিকিৎসা মেলেনি। যখন মিলল, তখন সব শেষ। চিকিৎসার অভাবে মরতে হল ছ'বছরের রিয়া সরকারকে।

সোমবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের হলেও চরম অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার হিন্দমোটরের হরিজনপল্লিতে। অভিযোগ, চার বেসরকারি হাসপাতালের অবহেলা এবং অমানবিক আচরণের শিকার হয়েই প্রাণ গিয়েছে দুর্ঘটনায় আহত মেয়েটির।। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মায়ের কোলে চড়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল একের পর এক হাসপাতালে। কিন্তু ন্যূনতম চিকিৎসা মেলেনি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘোরার পর এসএসকেএম হাসপাতালে তাকে ভর্তি করানো হয়েছিল। শেষরক্ষা হয়নি।

পাড়ার মেয়েকে এভাবে হারিয়ে গত শুক্রবার থেকেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া। সোমবার মৃতের পরিবারের তরফে চারটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়।

পরিবারসূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুরে ছোট্ট রিয়া বাড়ির সামনে খেলছিল। একটি বেপরোয়া টোটো তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। আর্তনাদ শুনে রান্না ঘর থেকে ছুটে আসেন তার মা লক্ষ্মীদেবী। গুরুতর জখম মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ছুটতে ছুটতে যান স্থানীয় রিলাইফ হাসপাতালে। লক্ষ্মীদেবীর কথায়, "ঢুকতেই হাসপাতালের লোকজন বলে দিল, এখানে বাচ্চাদের ডাক্তার নেই। অন্য হাসপাতালে যান।" লক্ষ্মীদেবী তখন ছোটেন স্থানীয় কমলা রায় হাসপাতালে। ওখানে তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। "মেয়ে তখন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। বলছে আর পারছে না। দেখে ওদের একটুও মায়া হল না।"— বলেন লক্ষ্মীদেবী।

এর পরের গন্তব্য স্থানীয় নীলিমা মাতৃসদন। তারাও জানিয়ে দেয়, অ্যাক্সিডেন্ট কেস দেখবে না।

পাঁচের পাতায়

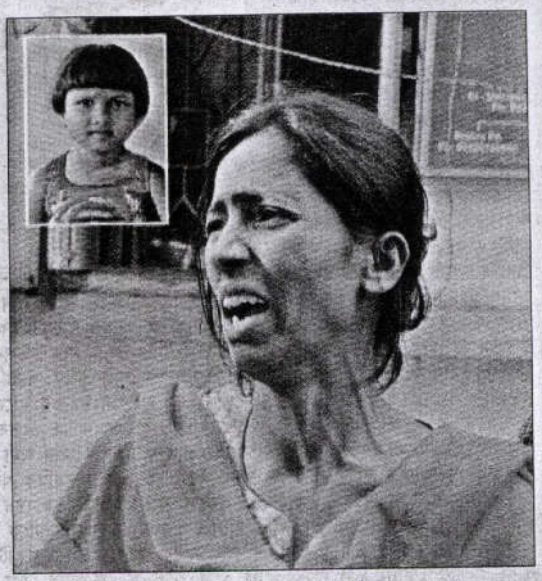

মেয়ের মৃত্যুর শোক ভুলতে পারছেন না লক্ষ্মী সরকার। ইনসেটে রিয়া।

সঞ্জয় মৃত্যুতদন্তের রিপোর্ট, ফের কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসায় গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছিল হুগলির ডানকুনির বাসিন্দা সঞ্জয় রায়ের। সঞ্জয়ের মৃত্যু তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে সে রকমই উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছে, অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেকটাই দেরি করা হয়েছিল।

সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব রাজেন্দ্রশংকর শুক্লা নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে এমনটাই বলা হয়েছে। পাশাপাশি রিপোর্টে তথ্য বিকৃতির মতো গুরুতর অভিযোগও আনা হয়েছে। এদিন রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমকে স্বাস্থ্য সচিব জানান, "চিকিৎসার গাফিলতিতেই যে সঞ্জয়ের মৃত্যু, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রিপোর্টে। তবে কে বা কাদের গাফিলতিতে উনি মারা গেলেন, সেটা নির্দিষ্টভাবে জানতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করবে।" এবং সেই অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই যে কড়া অবস্থান নিয়েছে এদিন স্বাস্থ্য সচিবের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন স্পষ্ট।

পাঁচের পাতায়

ভর্তি নিল না চার

একের পাতার পর

অগত্যা ছোটা হয় উত্তরপাড়ার আরোগ্য নিকেতন হাসপাতালে। পরিবারের অভিযোগ, সেখানকার কর্তৃপক্ষ এসএসকেএমে নিয়ে যেতে বলে।

এর মধ্যে কেটে গিয়েছে সাড়ে তিন ঘণ্টা। রিয়া ততক্ষণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শেষমেশ ওকে যখন এসএসকেএমে নিয়ে আসা হল তখন আর কিছু করার ছিল না। ওখানে ভর্তির আধ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটি মারা যায়। বলতে গেলে ওর চিকিৎসার কোনও সুযোগই পাওয়া যায়নি বলে পরিবারের আক্ষেপ।

লক্ষ্মীদেবী বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। স্বামী রাজু সরকার রাজমিস্ত্রি। মেয়েকে হারিয়ে দু'জনেই বাকরুদ্ধ।

শুক্রবার দুর্ঘটনার পরেই ঘাতক টোটোর চালক কালুকে মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে রিয়ার পরিবারের পিছনেও দাঁড়িয়েছেন অনেকে। যেমন হাইকোর্টের আইনজীবী অসীম কর্মকার। বস্তুত তাঁর উদ্যোগেই শ্রীরামপুরের এসডিপিও ও উত্তরপাড়া থানায় চার হাসপাতালের নামে নালিশ দাখিল করেছেন লক্ষ্মীদেবীরা। এসডিপিও কামনাশীস সেন বলেন, "একটা অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" আর লক্ষ্মীদেবী বলছেন, "এমন অবস্থা যেন আর কোনও মায়ের না হয়। প্রশাসনের উচিত ওদের চরম শাস্তি দেওয়া।"